বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
Bangladesh Legal Aid & Services Trust

প্রধান কার্যালয় : ১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭০-৭২। ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩৯১৯৭৩
ওয়েব: www.blast.org.bd
ইমেইল: mail@blast.org.bd
ফেসবুক: www.facebook.com/BLAST Bangladesh

প্রকল্প এর আওতায় ব্লাস্ট এর ইউনিট অফিসসমূহ

চট্টগ্রাম ইউনিট
জেলা পরিষদ ভবন, কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ০৩১-৬৩০৫৭৮,
ই-মেইল: blastctg@gmail.com, chittagongunit@blast.org.bd

কুষ্টিয়া ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (৩য় তলা), কুষ্টিয়া।
ফোন-০৭১-৫৩০৮৩
ই-মেইল: kushtiaunit@blast.org.bd

পাবনা ইউনিট
বার এসোসিয়েশন ভবন (২য় তলা), পাবনা।
ফোন-০৭৩১-৬৬৪৫০
ই-মেইল: pabnaunit@blast.org.bd

গুড প্র্যাকটিস* সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের জন্য সহায়িকা

(ডিপিও কর্মীদের ব্যবহারের জন্য)

মেকিং ইট ওয়ার্ক: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতা

HANDICAP INTERNATIONAL

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ ।

প্রকাশকাল : ১ নভেম্বর, ২০১৪ ইং

কৃতজ্ঞতায়
হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # এসডব্লিউ (এফ) ১/এ, রোড # ৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সাখাওয়াত আমীন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ব্লাস্ট
মোস্তফা জামিল, উপ-পরিচালক (প্রকল্প), ব্লাস্ট

মূল রচনা:
লিসা এডামস, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল

অনুবাদ ও সম্পাদনায়:
মো: জামাল উদ্দিন, প্রজেক্ট ম্যানেজার, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল ও
মো: আবুল বাশার, এডভোকেসী স্পেশালিস্ট, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল

ডিজাইন
জাহাঙ্গীর আলম, উপ-কো-অর্ডিনেটর (আইটি), ব্লাস্ট

মুদ্রণ : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩১৭৩৮৪, ০১৯২-৪৯৪০৭৬৫

সূচিপত্র

ভূমিকা:..... ৫

প্রতিবন্ধিতা কী ?..... ৬

প্রকল্পের যৌক্তিকতা: ৭

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:..... ৮

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী:..... ৯

Good Practice সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ: ১১

Good Practices কেন সংগ্রহ করা প্রয়োজন?.....১৩

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণে করণীয় বিষয়সমূহ:..... ২৩

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো যেসব বিষয় মেনে চলা দরকার:...২৪

Making It Work: Access to Justice for Persons with Disabilities in Bangladesh

(মেকিং ইট ওয়ার্ক: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতা)
(মার্চ ২০১৩-ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

* Good Practice বলতে আমরা কী বুঝি?
সাধারণভাবে Good Practice-এর হুবহু বাংলা অনুবাদ 'ভালো চর্চা' বা 'ভালো অনুশীলন' হলেও তা দিয়ে এর বিশদ তাৎপর্য উপস্থাপন করা কঠিন। সমাজের মূলধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূতকরণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল যে এডভোকেসি পদ্ধতি অনুসরণ করে, তার মূল ভিত্তি হলো Good Practice. এই পদ্ধতিতে Good Practice হলো এমন একটি উদ্যোগ বা ঘটনা বা প্রচেষ্টা; যা এই এডভোকেসি পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত শর্তসমূহ (পুনরাবৃত্তিযোগ্য, স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ, স্থানীয় মানুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ ও তাদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি) পূরণ সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন-মান তথা UNCRPD-এর মূলনীতি অনুসারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান/ভূমিকা রাখে।

ভূমিকা:

আমাদের দেশে নানা অজুহাতে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও বিচারগম্যতা নিশ্চিত করা হয় না এবং তারা সবক্ষেত্রে অবহেলিত এবং কোণঠাসা। বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং বিভিন্ন আইন থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতার শিকার বহু মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। প্রতিবন্ধী মানুষদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল ও ব্লাস্ট যৌথভাবে ২ বছর মেয়াদি 'মেকিং ইট ওয়ার্ক: অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ফর পার্সনস উইথ ডিজ্যাবিলিটিস ইন বাংলাদেশ (Making it Work: Access to Justice for Persons with Disabilities in Bangladesh)' প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৫টি জেলা চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির সাথে ১০টি স্থানীয় সংগঠন (ডিজ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন- ডিপিও) সম্পৃক্ত রয়েছে।

প্রকল্পটির ২টি প্রত্যাশিত ফলাফলের মধ্যে একটি হল-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতার ক্ষেত্রে Good Practices সংগ্রহ করা, সেগুলো নীতি-নির্ধারক ও গণমানুষের সামনে তুলে ধরা ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানে সেগুলোকে ব্যবহার করা। এ লক্ষ্যে ডিপিওসমূহ "মেকিং ইট ওয়ার্ক (Making it Work) এর

কার্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় পর্যায়ে Good Practices সংগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং সেগুলো প্রচার ও পুনরাবৃত্তির লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করবে। ডিপিও কর্তৃক Good Practices সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং নথিভুক্ত করার সুবিধার্থে এই সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এখানে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত ধারণা থেকে শুরু করে প্রকল্প পরিচিতি এবং Good Practices সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধকরণের বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা কী ?

প্রতিবন্ধিতা হল শরীরের কোন অঙ্গের হানি বা অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্থতার ফলাফল, যা শারীরিক, বুদ্ধিগত, মানসিক, ইন্দ্রিয়গত, আবেগিক, উন্নয়নমূলক অথবা এগুলোর সমন্বয়ে সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিবন্ধিতা জন্মগত অথবা ব্যক্তির জীবনের যেকোন পর্যায়ে হতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (UNCRPD) অনুযায়ী- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন- ২০১৩ অনুযায়ী,

"প্রতিবন্ধিতা" অর্থ যেকোন কারণে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাঁধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাঁধাপ্রাপ্ত হন।

প্রকল্পের যৌক্তিকতা:

অতিমাত্রায় দরিদ্র, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের মৌলিক অধিকার তথা ন্যায়বিচার ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক কু-সংস্কারের কারণে এদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা আরও বৃদ্ধি হয়, যখন তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অর্থের অভাব, বিদ্যমান সেবাসমূহ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ও অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাশোনা না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আইনগত সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (UNCRPD)-এর পক্ষ-রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ এই সনদ বাস্তবায়ন করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সমাজের মূলধারায় এবং ডিপিওসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, প্রতিকারের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থা/উপায়সমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ ও আইনি সহায়তার জন্য একটি শক্তিশালী রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে যেমন বিচারক এবং আইনজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (UNCRPD)-এর ১২ এবং ১৩ নং অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত সংস্থাসমূহের কর্মী এবং আইন সহায়তা প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী:

১০০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ১০টি ডিপিও (ডিজ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন), ২০০ জন আইনজীবী এবং ৩০ জন বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট

মেকিং ইট ওয়ার্ক (Making it Work) কী?

মেকিং ইট ওয়ার্ক হল Good Practices লিপিবদ্ধ করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন-মানের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের জন্য সেই Good Practices ব্যবহার করে এগুলোকে কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সামনে তুলে ধরে তা পুনরাবৃত্তির জন্য এডভোকেসি করা। মেকিং ইট ওয়ার্ক-এ কিছু উপকরণ ও নির্দেশনা থাকে যা একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় কোন দলকে কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। যেমন-

- কোন ধরনের পরিবর্তন, তারা বাস্তবে অর্জন করতে পারে।
- এই পরিবর্তনসমূহকে প্রভাবিত করার জন্য কী ধরনের Good Practices প্রয়োজন।
- এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য কোন ধরনের অ্যাডভোকেসী কৌশল প্রয়োজন।

মেকিং ইট ওয়ার্ক (Making it Work) এর উপাদান:

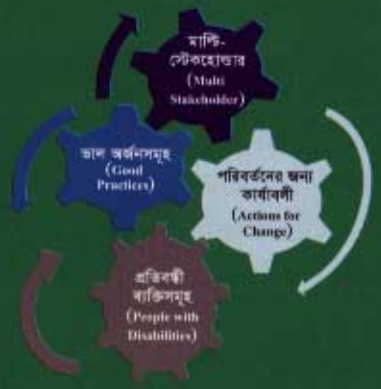

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসমূহ (People with disabilities)
- Good practice সমূহ
- বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডার (Multi stakeholder)
- পরিবর্তনের জন্য কার্যাবলী (Actions for change)

মেকিং ইট ওয়ার্ক (Making it Work) এর মূল ধাপসমূহ:

Good Practice সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ:

মেকিং ইট ওয়ার্ক পদ্ধতিতে এডভোকেসির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে **Good Practice** নির্ধারণ করা হবে; যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতা অর্জন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং সেই **Good Practice** গুলো আইন অনুশীলনকারী/ আইনগত সেবা প্রদানকারী, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট তুলে ধরা হবে। এজন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আইনী সহায়তাকারী ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে **মেকিং ইট ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারী কমিটি** গঠন করা হবে। এই কমিটির মূল কাজ হবে- সংগৃহীত Good

Practice-গুলো পর্যালোচনা করা এবং কোন **Good Practice**-গুলো অ্যাডভোকেসির জন্য ব্যবহার করা যাবে এবং আইনী সেবা প্রদানকারী ও নীতি নির্ধারকদের নিকট প্রচার করা যাবে, সেটা নির্ধারণ করা। ডিপিওদের দায়িত্ব হল স্থানীয় পর্যায়ে Good Practice সংগ্রহ করা। এই তথ্যগুলো বৃহৎ পরিসরে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এগুলো মেকিং ইট ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারী কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষিত হবে।

ডিপিওসমূহ Good Practice সম্পর্কিত তথ্য কিভাবে কোন পদ্ধতিতে- যেমন ভাল অভ্যাসসমূহ পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কেস স্টাডি রেকর্ড করা এবং দলীয় আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। এ লক্ষ্যে সেগুলোতে কোন ধরনের তথ্য থাকতে হবে, সেইসব বিষয়ে ডিপিও প্রতিনিধিদের ইতোমধ্যে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে আরও যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হল- ডিপিও প্রতিনিধিগণ যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করবে সেগুলো সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং সবার মতামত গ্রহণের মাধ্যমে হয়েছে কি-না ইত্যাদি। ডিপিও প্রতিনিধিগণ সেইসব Good Practice সংগ্রহ করবে; যেগুলো তাদের এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Good Practices কেন সংগ্রহ করা প্রয়োজন?

- কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে তার একটি বিশদ বিশ্লেষণ করা যাবে।
- তৃণমূল পর্যায়ের একীভূত উদ্যোগসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং বিশ্লেষণ করা যাবে; যেন তা অন্যত্র পুনরাবৃত্তির সুপারিশ করা যায়।
- একটি জায়গায় প্রতিবন্ধীর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন উদ্যোগটি ফলপ্রসূ হয়েছে আর কোনটি ফলপ্রসূ হয়নি, তা বিশ্লেষণ করা যাবে।
- তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোগের সাথে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের গৃহীত উদ্যোগসমূহের তুলনা করা যাবে।

Good Practice সমূহ সংকলন বা লিপিবদ্ধকরণে আমরা কোন তথ্যগুলো সংগ্রহ করব?

আপনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করবেন, সেগুলো যেন নিম্নলিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে:

- এই উদ্যোগের ফলে কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে?
- কোন কোন ঘটনা এই পরিবর্তন সাধনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে?
- এই উদ্যোগের বা ঘটনার মাধ্যমে কী অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে?
- কিভাবে এই অর্জনগুলো আরও উন্নত করা যায়, পুনরাবৃত্তি করা যায় এবং টেকসই করা যায়?
- উপকারভোগীদের ওপর এটা কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?
- কিভাবে এটা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে?

আমরা কীভাবে Good Practice-গুলো লিপিবদ্ধ করব?

- ব্যক্তি পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
- দলগত আলোচনা;
- উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার;
- উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার
- সমাজের লোকজনদের সাথে আলোচনা
- এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কোনো দলিল-দস্তাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ

Good Practice সমূহ নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়:

Good Practice সমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনগত অধিকার নিশ্চিত হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী মানুষের সমতা নিশ্চিত হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূতকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে;
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে;

- ঘটনাটি বা উদ্যোগটি টেকসই হতে হবে;
- উদ্যোগ বা ঘটনাটিতে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার হয়েছে;
- উদ্যোগ বা ঘটনাটি উৎসাহব্যঞ্জক হবে;

Good Practice নির্বাচনের সম্ভাব্য মানদণ্ডসমূহ:

- Good Practice আইনগত সেবাদানকারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রদর্শন করবে;
- সেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের প্রতিফলন থাকবে;
- Good Practices হতে হবে একীভূত এবং তাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ থাকবে;

Good Practice বিশ্লেষণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া:

Good Practices সংগ্রহ করার পর মেকিং ইট ওয়ার্ক সাব-অ্যাডভাইজারী কমিটির কাছে উপস্থাপন করা হবে। সাব অ্যাডভাইজারী কমিটি এই **Good Practice** গুলোকে বিশ্লেষণ করবে এবং তার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে। অনুমোদিত উদাহরণগুলো জাতীয় পর্যায়ে টেকনিক্যাল কমিটির কাছে উপস্থাপন করা হবে। টেকনিক্যাল কমিটি আবার সেগুলো পর্যালোচনা করে জাতীয় পর্যায়ে মেকিং ইট ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারী কমিটির কাছে উপস্থাপন করবে। সবশেষে মেকিং ইট ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারী কমিটি এইসব Good Practice পর্যালোচনা করে অনুমোদন প্রদান করবেন এবং যদি কোনো তথ্য ঘাটতি থাকে তাহলে তা যাচাইয়ের জন্য নিজেরা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করবেন। যদি কোনো তথ্যের মধ্যে অসংগতি থাকে তাহলে তা অনুমোদন নাও দিতে পারে।

Good Practice লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত ছক:

বিষয়ের ক্ষেত্র

সামগ্রিক কর্মক্ষেত্র, যেমন: ন্যায়বিচার, অধিকার, শিক্ষা অথবা কর্মসংস্থান

শিরোনাম

যেমন: **Good Practice** সমূহের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু: যে জায়গা থেকে এটা সংগৃহিত হয়েছে তার স্থান

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী (Target Group)

কোন ধরনের স্টেকহোল্ডাররা এইসব কেস স্টাডির প্রতি আগ্রহী হবে এবং কেন-সেটা সুনির্দিষ্ট করা

এই বিষয়ের ওপর Good Practice'র জন্য পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ড/পূর্ব শর্ত

ছোট ছোট বুলেট পয়েন্টে এই বিষয়ের জন্য কিছু মূল বিচার্য বিষয় লিখে রাখতে হবে এবং কোন কোন বিচার্য বিষয়গুলো এই ঘটনায় বা উদাহরণে পাওয়া গেছে তা চিহ্নিত করতে হবে

ভূমিকা: যেখানে Good Practice শুরু হয়েছিল, তার পটভূমির বিবরণ।

উদ্যোগটি বাস্তবায়নের পূর্বে পরিস্থিতি কেমন ছিল সেটা সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করা

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- **Good Practice** টি শুরুর পূর্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার পরিবারের কোন ধরনের পরিস্থিতিতে/কী অবস্থায় ছিল?

- **Good Practice** টি কেন প্রয়োজন হয়েছিল? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
- এই উদ্যোগটি কোন ধরনের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল?

আপনি যে Good Practice বা উদ্যোগটি সংগ্রহ করছেন তা কী এবং কিভাবে বাস্তবায়িত হল তার বিস্তারিত বিবরণ

উদ্যোগটি কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং কিভাবে এটা বাস্তবায়িত হল সেটার ব্যাখ্যা প্রদান করা: কারা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং তারা কী কাজ করেছিল?

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- এই উদ্যোগটি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে? (দাতা সংস্থা থেকে অর্থ প্রাপ্তি, নাগরিক সমাজের চাপ সৃষ্টি, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সরকারের প্রণোদনা, চলমান কোন উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া, সমাজ থেকে গৃহিত উদ্যোগ ইত্যাদি)
- কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি এই উদ্যোগের প্রধান হিসেবে সম্পৃক্ত ছিল? তাদের ভূমিকা কী ছিল? (সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয় কর্তৃপক্ষ, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ ইত্যাদি.....)
- এই উদ্যোগটি শুরু করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো তাদের সফলতার চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করেছে? (বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দাতা সংস্থা থেকে অর্থ প্রাপ্তি, অন্যান্য সংস্থা/বা তাদের নেটওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা, প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি.....)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি চিহ্নিত করতে হবে, যেমন- কোন ব্যক্তি বা সংস্থাসমূহ যুক্ত ছিলো, তাদের আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা কার্যক্রমসমূহ এই পরিবর্তন সাধন করেছে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের বর্ণনা।

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- এই উদ্যোগটি শুরুর পর থেকে কোন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে?
- আপনার মতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ কী কী?
- আপনি এই পরিবর্তনসমূহকে কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছেন?
- অর্জনটি শুরুর পর থেকে কাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে (যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থাসমূহ, এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, সমাজের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ইত্যাদি...)?
- তাদের পরিবর্তন কিভাবে হয়েছে? তারা এখন কোন কোন কাজগুলো করে যা আগে ছিলো না।

এই Good Practice টিকে সফল করতে যে বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করেছে

এর সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব সুনির্দিষ্ট উপাদান এই ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে সহায়তা করেছে সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা। কে বা কারা, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ঘটনা এই সফলতার মূল ভূমিকায় ছিল। তাদের কোন কাজগুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে তার বর্ণনা

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- আপনার মতে কোন বিষয়গুলো এই পরিবর্তন ঘটাতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে?
- এই ধরনের পরিবর্তন ঘটার ক্ষেত্রে কোন ঘটনাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল? কোন ঘটনার পর থেকে সমগ্র বিষয়টির মোড় ঘুরে গিয়েছিল? কেন?
- এই পরিবর্তন সাধনের নেপথ্যে কারা মূল কুশীলব হিসেবে সহায়তা করেছিল?
- তারা কিভাবে এসব করতে সমর্থ হয়েছিল?

অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ

এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা বা বাধাগুলো কি? এবং যে বাধাগুলো অতিক্রম করা হয়েছে বা এখনও বিদ্যমান তার ব্যাখ্যা করা

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- আপনি কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন? কিভাবে আপনি এই প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করেছেন?
- আপনার মতে, আপনি যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? কেন?
- কিভাবে আপনি এই প্রতিবন্ধকতাটি অতিক্রম করেছেন?

এই ঘটনাকে বা উদ্যোগটি বা উদাহরণটিকে কিভাবে আরও উন্নত করা যায় বা পুনরাবৃত্তি করা যায়?

আপনার লক্ষ্যদলসমূহ সম্পর্কে ভাবুন। বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনা আরও স্পষ্ট করা, টেকসই করা অথবা পুনরাবৃত্তি করার জন্য কোন ধরনের সহায়তা প্রয়োজন? কোন কোন জিনিসের/ বিষয়ের ঘাটতি ছিল? কোন বিষয়গুলো আরও ভাল করা যেত? তারা যদি এই উদাহরণটিকে অন্য কোন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে চাইতো, সেক্ষেত্রে আপনি তাদেরকে কী বা কোন পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করতেন?

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- আপনার মতে, এই উদ্যোগ বা ঘটনাটিকে টেকসই করার জন্য আর কী কী করা যেতে পারে? আর কাউকে এর সাথে যুক্ত করা যায় কি-না? কিভাবে তাদের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে?
- এই উদ্যোগটির মধ্যে কোন কোন দিক অংশকে উন্নত করা যেতে পারে? আপনি এর উদ্যোক্তা হলে বিশেষ কী করতেন?
- অন্য কোথাও একই উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে আপনি তাদের কী পরামর্শ দিবেন?

প্রভাব / প্রভাবে বিবৃতি

এই ঘটনায় যারা অংশ নিয়েছিলেন বা যারা উপকৃত হয়েছেন তাদের যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করুন বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ২/৩টি বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরুন।

উপযুক্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

- আপনি কিভাবে এই ঘটনা উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হলেন? অথবা আপনি কিভাবে এই উদ্যোগ সম্পর্কে জানলেন?
- এই ঘটনায় কী কী ইতিবাচক দিক আপনি লক্ষ্য করেছেন? এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আপনার কেমন লাগছে?
- আপনার মধ্যে কী পরিবর্তন এসেছে?
- আপনার মতে আর কাকে বা কাদেরকে সম্পৃক্ত করা দরকার ছিলো?
- আপনি কি মনে করেন যে, এটা একটা ভাল উদ্যোগ? কেন অথবা কেন নয়?
- এই উদ্যোগটিকে বা ঘটনাটিকে আরও ভাল করার জন্য কোন কোন পরিবর্তন দরকার?

যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য

যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ইত্যাদি ।

সংযুক্তি

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণে করণীয় বিষয়সমূহ:

আপনি যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন, তার কাছে আপনার পরিচয় প্রদান করুন এবং আপনার উদ্দেশ্য ও আপনি কি কাজ করতে চান সে সম্পর্কে ধারণা দিন । আপনার পরিচয় প্রদান ও উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে জানানো হলে আলোচনা শুরুর পর আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনি তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গেছেন । অর্থাৎ আপনার তার কথা শুনার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে । এজন্য আপনার উচিত খুব সাধারণ ও খোলামেলা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা; যেমন- আপনি কি বলবেন- এই উদ্যোগটি কিভাবে শুরু হয়েছিল? খেয়াল রাখতে হবে- আপনি একটি প্রকৃত ঘটনা বা সংগ্রহ করতে গেছেন । সুতরাং তাকে ঘটনাটি বা উদ্যোগটি সম্পর্কে বলতে দিন । আপনার যদি আরো বিস্তারিত তথ্য দরকার হয়, তাহলে আপনি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন; কিভাবে এই উদ্যোগটি সফলতা লাভ করলো? তবে মনে রাখতে হবে- একসাথে একটির বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয় । অবশ্যই মনে রাখবেন- এটা একটি কথপোকথন এবং এটি পরিচালনার জন্য আপনার হাতে কোনো পান্ডুলিপি নেই ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো যেসব বিষয় মেনে চলা দরকার:

- তথ্যদাতাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে- তিনি কোন জায়গায় কথা বলতে চান;
- কথা বলার জন্য আগে থেকে তথ্যদাতার কাছে সময় চেয়ে রাখতে হবে;
- যে জায়গায় কথা বলবেন, সেটা প্রবেশগম্য হতে হবে এবং বসার জায়গা থাকতে হবে;
- তথ্যদাতাকে বলতে হবে- এই তথ্য কি কাজে ব্যবহার করা হবে;
- তথ্যদাতা যদি তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করতে না চান, তাহলে তাকে গোপনীয়তা বজায় রাখার নিশ্চিয়তা দিতে হবে;
- আপনি যদি কোনো ইশারা ভাষির সাথে কথা বলেন, তাহলে সহায়তাকারীর ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আপনি পরবর্তী প্রশ্ন করবেন;
- আপনি যদি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে চান, তাহলে তথ্যদাতার অনুমতি নিতে হবে;
- প্রয়োজনীয় কাগজ-কলম নিতে ভুলবেন না;
- আপনি যদি ছবি তুলতে চান, তাহলে অনুমতি নিয়ে তুলুন;
- তথ্যদাতার সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখুন;
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় দু'জন থাকলে ভালো হয়- একজন আলোচনা করবেন, অপরজন্য তথ্য লিখবেন ।

দলগত আলোচনার সময় করণীয়

দলগত আলোচনার জন্য বিষয়সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সংগঠিত করতে হবে । এই আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তবে অবশ্যই নির্ধারিত বিষয়ে কথা বলতে পারবেন এমন লোকজন হতে হবে । তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দলগত আলোচনা একটি ভালো পদ্ধতি-এতে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া সম্ভব; যা ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য সহায়ক । পাশাপাশি, দলগত আলোচনার আরেকটি লক্ষ্য হলো- এ থেকে কিছু সুপারিশ আসতে পারে এবং সমন্বিত কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে । খুব কম সময়ে ও একই জায়গা থেকে অনেক তথ্য পাওয়ার জন্য দলগত আলোচনা খুব কার্যকর ।

দলগত আলোচনার জন্য কিছু আবশ্যিক নির্দেশনা

- দলগত আলোচনায় একজন সহায়ক, একজন তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবেন । আর অংশগ্রহণকারী থাকবেন প্রায় ১০ জন;
- সহায়ক এই আলোচনার সার্বিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরবেন;
- সহায়ক নিশ্চিত করতে হবে- যদি কেউ ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে চান, তাহলে তা গোপন রাখা হবে;
- আলোচনার সময় সহায়ক নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন- কারো তথ্যের ব্যাপারে বলা যাবে না যে, আপনার এই তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিংবা আসলেই কি এটা বিশ্বাসযোগ্য?
- আপনি যদি কোনো ছবি তুলতে চান, তাহলে অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি নিতে হবে ।

প্রকল্প এর আওতায় ডিপিও সমূহের নাম ও ঠিকানা

১। ফেডারেশন অব ডিপিও'স সীতাকুন্ড (এফওডিএস), কলেজরোড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

২। এ্যালাইন্স অব আরবান ডিপিও'স ইন চিটাগাং (এইউডিসি), আকবরশাহ আ/এ, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

৩। ডিজ্যাবল্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড রিচার্স সেন্টার (ডিডিআরসি), লালখানবাজার হাইলেভেল রোড, চট্টগ্রাম।

৪। সবার সাথে শিখব প্রতিবন্ধী সংস্থা হাজরাহাটি, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

৫। কম্পন জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া।

৬। সেভ দ্যা প্লানেট এ্যাড ডিজ্যাবিলিটি (এসপিডি), মুজিবনগর কুষ্টিয়া।

৭। উত্তরণ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা, মূলাডলীবাজার, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৮। প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ও মানবাধিকার সমিতি, দিয়ারশাপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৯। স্পন্দন প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা, মাছিমপুর, সিরাজগঞ্জ।

১০। আদর্শ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা, ধরাইলবাজার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।